প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের

গত ২৭/০৪/২০২৫ তারিখে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত মেহেরপুর হাসপাতালে নারী ও শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা বন্ধ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

আজ সোমবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা.শাহারিয়া শায়লা জাহান প্রতিবাদ পত্র মেহেরপুর প্রতিদিনকে পাঠিয়েছেন।

প্রতিবাদ পত্রে তিনি বলেন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মেহেরপুরের চিকিৎসক মাহবুবুর রহমানের সাথে রোগীর স্বজনদের সহিত কথাকাটাকাটি হয় এবং শিশু ও মহিলা ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল উল্লেখ করে সংবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু অত্র হাসপাতালের ৩য় তলায় শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল না বা বর্তমানে বন্ধ নাই। হাসপাতালের ২য় তলায় মহিলা ও মেডিসিন ওয়ার্ডে রোগীর স্বজন ও স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজনের প্রভাবে চিকিৎসাসেবা সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হলেও চিকিৎসা সেবা বন্ধ ছিল না বা বর্তমানে বন্ধ নাই।

পাল্টে গেছে মেহেরপুর সরকারি কলেজের দৃশ্যপট

একাদশ শ্রেণির ক্লাসে এখন এক ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। শিক্ষার্থীরা ড্রেস কোড মানে, নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হয়, মনোযোগী হয়ে ক্লাস করছে। এক সময় যেখানে ধারাবাহিক ক্লাসের ধারনাই অসম্ভব ছিল, সেখানে এখন নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠেছে।

কয়েক বছর আগেও এই দৃশ্য কল্পনা করা কঠিন ছিল। ব্যবহারিক ক্লাস তো দূরের কথা, সাধারণ ক্লাসের উপস্থিতিও ছিল হতাশাজনক। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গেছে। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস

নিচ্ছেন, পরীক্ষাগুলো হচ্ছে নির্ধারিত নিয়ম মেনে। কিছু শিক্ষক নিয়োজিত আছেন ক্যাম্পাসের পরিবেশ তদারকিতে, যাতে ক্লাস চলাকালে শিক্ষার্থীরা বাইরে ঘোরাঘুরি না করতে পারে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের বর্তমান চিত্র এটি। বিশেষ করে বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবিরের যোগদানের পর কলেজের চেহারায় এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। ২০২৩ সালের ৬ নভেম্বর তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে কলেজের অব্যবস্থাপনা দেখে দ্রুত সংস্কারে হাত দেন।

তিনি শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে নিয়মিত ক্লাস পরিদর্শন শুরু করেন, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীদের মাঝেও। আগে যেখানে শিক্ষার্থীরা অনিয়মিত ছিল, এখন তারা আগ্রহ নিয়ে ক্লাস করছে। পরীক্ষাগুলোও এখন জাতীয় মানের সিট প্ল্যান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হচ্ছে, রেজাল্ট প্রকাশ হচ্ছে নির্ধারিত নিয়মে।

কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক এস এম আশরাফুল হাবিব বলেন, “কলেজটি আগে গোচারণ ভূমি ছিল। আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার যোগদানের পর থেকে কলেজকে দৃষ্টিনন্দন করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। তিনি কলেজে সূর্যমুখী ফুলসহ বিভিন্ন ফলজ ও বনজ গাছ রোপণ করে সবুজে ভরিয়ে তুলেছেন। আইটি খাতে আধুনিকায়নে স্যারের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যার ফলে এখন রেজাল্ট গ্রহণ, অর্থ জমা দেওয়াসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে।

তিনি আরও বলেন, “স্যার দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বাসী এবং সবকিছুতেই তা বাস্তবায়ন করেছেন। কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করতে তিনি পুরো সিস্টেম কম্পিউটারাইজড করেছেন। কলেজের হিসাব রক্ষণ বিভাগ আধুনিকায়ন করা হয়েছে, আইটি সেকশনে চালু হয়েছে বিশেষ ট্রেনিং কোর্স।”

অধ্যক্ষের উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলেজের পরিবেশে নতুন প্রাণ ফিরে এসেছে। শিক্ষকরা একযোগে কাজ করছেন শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য। ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়ায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ এখন শুধু জেলারই নয়, গোটা অঞ্চলের শিক্ষাঙ্গনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ইশতিয়াক আহমেদ বলেন, “আমাদের নতুন প্রিন্সিপাল স্যার যোগদানের পর কলেজ যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তিনি কলেজে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করেছেন এবং বহিরাগতদের

প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। আমাদের সকলের জন্য ড্রেস কোড নির্ধারণ করেছেন। এছাড়াও এখন নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা আমরা আগে এই কলেজে কখনও দেখিনি।”

কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আব্দুল লতিফ বলেন, “যে কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি নেতৃত্ব ভালো হয়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান হোক তা কলেজ বা অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি, ভালোভাবে পরিচালিত হয়। আমাদের বর্তমান প্রিন্সিপাল স্যার যোগদানের পর থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কলেজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের অনেক কলেজে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেয়া হয় না, কিন্তু স্যার এখানে নিজ উদ্যোগে বিনা খরচে চারটি টিউটোরিয়াল পরীক্ষা পরিচালনা করছেন। আমাদের সিলেবাস এমনভাবে সুষমভাবে বণ্টন করা হয়েছে যে, টেস্ট পরীক্ষায় কী হবে এবং ফাইনাল পরীক্ষায় কী থাকবে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত আছে। প্রতিটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে নিয়মিত ক্লাসও পরিচালিত হচ্ছে। এই সবকিছু মিলিয়ে কলেজের আগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে জানান, “একটি নামকরা কলেজ একদিনে গড়ে ওঠে না। যদি আমরা আমাদের মেহেরপুর সরকারি কলেজকে সেই আদলে গড়ে তুলতে চাই, তবে শিক্ষক, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের একযোগে কাজ করতে হবে।”

তিনি আশা প্রকাশ করে আরও বলেন, “মেহেরপুরের এই ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন কলেজের পুরনো গৌরব আমরা অবশ্যই ফিরিয়ে আনতে পারবো।”

গাংনীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত ১,

ছিনতাইকারীকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে খায়রুল ইসলাম (৪০) নামে একজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আহত খায়রুল ইসলাম তেরাইল গ্রামের মৃত বিচার উদ্দীনের ছেলে। স্থানীয়রা তাকে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে খায়রুল ইসলামের ওপর ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হামলা চালান সানোয়ার হোসেন (৩৫) সহ কয়েকজন ছিনতাইকারী। এসময় ছুরি দিয়ে আঘাত করার পর খায়রুলের চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে এসে সানোয়ারকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। সানোয়ার হোসেন বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার কড়ুইবাড়িয়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে বামুন্দি ক্যাম্প পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে সানোয়ার হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান।

মুজিবনগরের মোনাখালী ইউপি প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নবনিযুক্ত প্রশাসক মুজিবনগর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান প্রায় ছয় মাস ধরে বিভিন্ন মামলায় কারাগারে আটক থাকায় ইউনিয়নের প্রশাসনিক

কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দেয়। এ অবস্থায় স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন অনুযায়ী ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের স্বাক্ষরিত আদেশে মোহাম্মদ রকিব উদ্দিনকে মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আদেশে উল্লেখ করা হয়, পরিষদের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা, নাগরিক সেবা অব্যাহত রাখা এবং আইনানুগ দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

রবিবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন। এ সময় ইউপি সদস্য, গ্রাম পুলিশ, পরিষদের সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

দায়িত্ব গ্রহণের পর মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন বলেন, “প্রশাসন আমার উপর যে আস্থা রেখেছে, সেই আস্থার প্রতিদান দিতে আমি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবো। মোনাখালী ইউনিয়নের জনগণের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে দায়িত্ব নিয়েছি। সকলের সহযোগিতায় ইউনিয়নের চলমান কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে চাই।” তিনি ইউনিয়নের সকল সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।

মেহেরপুরে শিশু বলাৎকারকারীর শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

শিশু বলাৎকারের ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্ত গোলাম মোস্তফার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২৬ এপ্রিল) মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে আমঝুপি ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমাজের প্রতিটি স্তরকে আরও সচেতন হতে হবে। তারা গোলাম মোস্তফার ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দ্রুত বিচার কার্যক্রম শুরু করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। বক্তারা আরও বলেন, এমন অপরাধের সুষ্ঠু বিচার না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় সংকট সৃষ্টি হতে পারে।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড বহন করে “যৌন হেনস্থা বন্ধ হোক”, “ধর্ষক মোস্তফার বিচার চাই” ইত্যাদি স্লোগান দেন।

পরে একটি স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের কাছে প্রদান করা হয়।

এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত গোলাম মোস্তফাকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাধারণ মানুষের দাবি, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়।

গাংনীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় তলা থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় তলা থেকে বোমা সদৃশ্য দু’টি বস্তু ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রবিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফোজিয়ারা খাতুন জানান, শিক্ষার্থীরা প্রথমে ৩য় তলায় বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে তাকে অবহিত করে। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত হন এবং তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে খবর দেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা সদৃশ্য বস্তুগুলো উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।

এদিকে, ঘটনার পর বিদ্যালয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকায় অতিরিক্ত নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চিকিৎসকের ঘোষণায় মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা বন্ধ

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের নারী ও শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসা সেবা বন্ধ রয়েছে। শনিবার সকালে মেডিকেল অফিসার ডা. মাহাবুব রহমান ও রোগীর স্বজনদের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর তিনি নারী ও শিশু ওয়ার্ডের রাউন্ড ও চিকিৎসা সেবা বন্ধ ঘোষণা করেন। এতে হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে বহু রোগী বাধ্য হয়ে অন্যত্র চিকিৎসা নিচ্ছেন।

রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, সকালে এইচডিইউ বিভাগে মুমূর্ষু অবস্থায় এক রোগী ভর্তি হন, যিনি কয়েকদিন আগেও একই বিভাগে ভর্তি ছিলেন। রাউন্ডের সময় ডা. মাহাবুব রোগীর পূর্বের ব্যবস্থাপত্র দেখতে চান। স্বজনরা তা দেখাতে না পারলে তিনি চিকিৎসা সেবা বন্ধের কথা বলেন এবং রুঢ় আচরণ করে চলে যান। এরপর রোগীর স্বজনরা এর কারণ জানতে চাইলে কথাকাটাকাটি হয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডা. মাহাবুব তার হাসপাতালের ২২৪ নম্বর কক্ষে গিয়ে ঘোষণা দেন, নারী ও শিশু বিভাগের সকল চিকিৎসা সেবা বন্ধ থাকবে। পরবর্তীতে নারী ও শিশু বিভাগের রোগীরা চিকিৎসা না পেয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হন। হাসপাতালের নার্সরা শুধুমাত্র রুটিন চেকআপ চালিয়ে যাচ্ছেন।

রোগীর স্বজন মিজানুর রহমান বলেন, আমার স্ত্রী আজ সকালে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত কোনো চিকিৎসক চিকিৎসা সেবা

দেননি।

আরেক স্বজন সামিমা রহমান জানান, আমার মায়ের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সারাদিন চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতাল ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছি। অনেকেই একইভাবে চলে গেছেন। আমরা ডা. মাহাবুবের চিকিৎসা সনদ বাতিলের দাবি জানাই।

এ বিষয়ে ডা. মাহাবুব বলেন, এইচডিইউ বিভাগে রোগীর স্বজনরা খারাপ আচরণ ও হুমকি দিয়েছে। তাই চিকিৎসা সেবা বন্ধ করেছি। আমি বিসিএস ক্যাডার; বাধ্য হয়ে রুগী দেখতে হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই।

তত্ত্বাবধায়ক শারমিন জাহান শায়লা আরও বলেন, নারী ও শিশু ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন ডা. মাহাবুব। তাঁর না দেখার কারণে সাময়িক সমস্যা হয়েছে। সব বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের এভাবে নজর দেওয়া ঠিক নয়। এতে কাজ করা কঠিন হয়ে যায়। সব বিষয়ে সাংবাদিকদের আসার দরকার নেই।

মেহেরপুরে ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন

মেহেরপুরে ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল পাঁচটায় জেলা বিএনপি’র আয়োজনে মেহেরপুর বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপি’র সদস্য হাফিজুর রহমান হাফির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব এডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, সদস্য মশিউর রহমান, ওমর ফারুক লিটন ও জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন।

এছাড়াও এসময় জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম সাহেব, জেলা যুবদলের দপ্তর

সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, ওমর ফারুকসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

৮ নং ওয়ার্ড কমিটিতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সাইফুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সানি শামুয়েল হোসেন। এছাড়া সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন সম্রাট, নফেল উদ্দিন, আশরাফুল ইসলাম ও শওকত হোসেন। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মামুন, মিন্টু ও চঞ্চল হোসেন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন বাহারুল জদ্দার।

মুজিবনগরের ডাক্তার দম্পত্তির বিরুদ্ধে অসদাচারণের অভিযোগ

চিকিৎসার জন্য মুজিবনগরের সীমান্তবর্তী সোনাপুর গ্রাম থেকে আসেন আসাদুল ইসলাম। তার পছন্দের চিকিৎসক মাহমুদুর রহমান শিমুল রোগ নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেন। নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলো করিয়ে রিপোর্ট দেখাতে আসলে, শিমুল পরিচালিত ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিকের রিসেপশনে জানানো হয় যে, তাদের পছন্দ করা ল্যাবে পরীক্ষা না করালে রিপোর্ট গ্রহণ করা হবে না।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ল্যাব মালিক ও রোগীর স্বজনদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে সাংবাদিক জাহিদ ও সাবিত তুহিন সেখানে উপস্থিত হন। ল্যাব মালিক ও রোগীর স্বজনদের সাথে কথা বলার সময় ভিডিও ধারণ করতে গেলে ল্যাব কর্তৃপক্ষের কয়েকজন এবং ডাক্তার শিমুলের শ্বশুর-শাশুড়ি মিলে ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

এছাড়া, পাশের দুটি ল্যাব পপুলার এবং কেয়ার ল্যাবের মালিকরা অভিযোগ করেছেন, ডাক্তার শিমুল ও তার স্ত্রী ডা. সাদিয়া আফরিন সোমা তাদের ল্যাবের রিপোর্টকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

এ বিষয়ে ডা. মাহমুদুর রহমান শিমুল বলেন, মুজিবনগরে অনেক ল্যাবে বৈধ প্যাথলজিস্ট নেই, যার কারণে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে সেসব ল্যাবের রিপোর্টকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। তবে সাংবাদিকদের সাথে কোনো ধরনের অসদাচরণের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, মাহমুদুর রহমান শিমুল ও সাদিয়া আফরিন সোমা দম্পতির মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিক, মুজিবনগর। বর্তমানে তারা দুজনই কর্মরত আছেন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর সদর হাসপাতালে।

কাথুলি ইউনিয়ন বিএনপি’র দ্বিবার্ষিক নির্বাচন

নির্বাচনী আচরণ ভঙ্গ করে মোটরসাইকেল শোডাউন করে নেতাকর্মীদের ভূরিভোজ করালেন ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি পদের প্রার্থী জাফর আকবর।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কাথুলি ইউনিয়ন থেকে বিরাট শোডাউন করে গাংনী উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে আসেন তিনি। বিএনপি কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন শেষে স্থানীয় একটি হোটেলে ভূরিভোজ করান তিনি। এসময় হোটেলটিতে ব্যাপক ভীড় লক্ষ করা যায়। অন্যান্য খরিদদাররা হোটেলে যায়গা না পেয়ে চলে যান।

এবারের প্রার্থী জাফর আকবর বলেন, নির্বাচন কমিশন আমাকে কোনো কিছুই বলেনি। এটা নির্বাচনী আচরণ বিধিও ভঙ্গ হয়নি।
তবে, কাথুলি ইউনিয়ন বিএনপি’র দ্বিবার্ষিক নির্বাচন কমিশনার জুলফিকার আলী বলেন, চার থেকে পাঁচজন নেতাকর্মী নিয়ে মনোনয়ন ফরম তুলতে আসতে পারে। অনেক নেতাকর্মী নিয়ে মনোনয়ন ফরম নিতে আসলে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ হয়েছে। বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাহেব আলী সেন্টু বলেন,